News Coverage of 10th Convocation

Coverage on Newspaper

প্রথম আলো

ইউএপি-এর ১০ম সমাবর্তন, ৯ শিক্ষার্থী পেলেন আচার্য গোল্ড মেডেল, উপাচার্য গোল্ড মেডেল ৫৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা, প্রকাশ: ০৪ মে ২০২৪, ১৮: ৩৪

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)-এর ১০ম সমাবর্তন আজ শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। এর মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়

অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন-এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল অধ্যাপক মো. তাহের আবু সাইফ।

কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরও বলেন, সরকার শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, আজকের দিনটি একই সঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যাঁর সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজে আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক এ কে এম নজরুল ইসলাম।

https://www.prothomalo.com/education/campus/taiahtrbjt

প্রথম আলো

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও অতিথিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন এক শিক্ষার্থী। ছবি : সংগৃহীত

দশম সমাবর্তন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর মো. তাহের আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী আরও বলেন, সরকার শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, আজকের দিনটি একই সঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যাঁর সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি স্নাতকদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজে আসবে।

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন মাহবুবা হক এবং উপাচার্য কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এ কে এম নজরুল ইসলাম।

দশম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জনকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

এশিয়া প্যাসিফিক ভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

যুগান্তর প্রতিবেদন

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এ ইউনিভার্সিটির আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) শনিবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তনে স্বর্ণপদক দেওয়ার পর শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

এশিয়া প্যাসিফিক ভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উন্মুক্ত। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

ড. মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, সমাবর্তন অত্যন্ত আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। অনুষ্ঠানে এসে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। ড. সাইফ গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজে আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. একেএম নজরুল ইসলাম। এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়।

সত্যের সন্ধানে নিরন্তর THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি , ০৪ মে ২০২৪, ০৯:১৮ পিএম| অনলাইন সংস্করণ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তনে স্বর্নপদক প্রাপ্তদের পদক দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল নাসের চৌধুরী।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়।প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://shorturl.at/opJP5

কালের কণ্ঠ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তনে এক শিক্ষার্থী করমর্দন করেন অতিথিদের সঙ্গে। গতকাল রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। ছবি : কালের কণ্ঠ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তনে কামাল চৌধুরী

শেখ হাসিনার শাসনামলে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন গতকাল রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের অ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, 'আজকের দিনটি একই সঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যাঁর সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আরো বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম।

5 May, 2024

বণিক বার্তা

রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে গতকাল ইউএপির দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এটির আয়োজন করা হয়। এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ইউএপির বিভিন্ন ব্যাচের ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থী সনদ পেয়েছেন। এর মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তরের ১ হাজার ৭৬১ জন সনদ পেয়েছেন। অসাধারণ ফল অর্জনের জন্য নয়জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জনকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনাকালে শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে কুক্ষিগত নয়। তার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।'

তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষার ধারণা ও পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবী চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের যুগ অতিক্রম করছে। আগের যেকোনো বিপ্লবের তুলনায় চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের গতি দ্রুততম ও এর বিস্তৃতি ব্যাপক। এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সময়ের সঙ্গে অভিযোজন জরুরি। সরকার এ বিষয়টি সামনে রেখে শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।'

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল অধ্যাপক মো. তাহের আবু সাইফ। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'শিক্ষাজীবনে তোমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের মৌলিক ধারণা ও মূলনীতি শিখেছ এবং বৈশ্বিক কর্মশক্তিতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছ। আশা করি দৃঢ় ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বিশ্বের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে তোমরা অবদান রাখতে পারবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন জ্ঞান অর্জন করে যেতে হবে। তবে যা-ই করো না কেন তা পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ দিয়ে করবে, যাতে তুমি সেখানে সেরা হতে পারো।'

পরিবর্তনশীল বিশ্বের দিকে অগ্রগামী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক আবু সাইফ বলেন, 'শুধু একজন প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হয়ে স্থির থেকো না। তোমার চারপাশে উন্মোচিত বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হও। অল্প বয়সে তোমরা তাজা চোখ এবং নির্ভীক মন নিয়ে বিশ্বকে দেখতে পারবে। তোমরাই এ সময়ের বিবেক। তোমরাই আরো ন্যায়সংগত এবং ন্যায্য একটি বিশ্ব গড়তে পারো।'

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, 'শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।'

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, 'ইউএপি বিশ্বাস করে তোমরা কেবল পেশাগতভাবেই সাফল্য অর্জন করবে না, বরং তোমাদের অবদান আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। তোমাদেরই আগামী দিনের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তাই ন্যায়, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে তোমাদের আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে।'

এ সময় অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হকসহ আরো অনেকে।

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার | মে ০৭, ২০২৪ | ২৪ বৈশাখ ১৪৩১

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

বণিক বার্তা অনলাইন

মে ০৪, ২০২৪

ছবি: ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের অ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একইসঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

https://shorturl.at/tCRS1

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ০৪ মে ২০২৪, ১৭:০৯

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর ১০ম সমাবর্তন শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়।

https://www.ittefaq.com.bd/686163

সমকাল

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ছবি-সংগৃহীত

অনলাইন ডেস্ক, প্রকাশ: ০৫ মে ২০২৪ | ১৫:৫৪

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। আর ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় সনদ।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্যের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আপনাদের এখনই বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যেটি হবে উচ্চাকাঙ্খী। যেখানে ন্যায় এবং সততা থাকবে। মানুষ মানুষকে অত্যাচার করবে না। যেখানে শিশুরা আমাদের মতোই স্বপ্ন দেখবে। যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

তিনি আরও বলেন, আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। যারা ডিগ্রি সম্পন্ন করে আজকে সনদ পাচ্ছেন, আপনাদরে জন্য শুভকামনা থাকবে।

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

https://shorturl.at/dhX04

আজকের পত্রিকা

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞপ্তি, প্রকাশ : ০৪ মে ২০২৪, ১৮:২২

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মারগুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।’

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, ‘সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।’

সমাবর্তনে ড. মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, ‘আজকের দিনটি একই সঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।’

তিনি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, ‘এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।’

এ সময় আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম।

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

উল্লেখ্য, দশম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়।

https://www.ajkerpatrika.com/334112

আজকের পত্রিকা

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তনে কৃতী শিক্ষার্থীদের পদক ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। গতকাল পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইউএপির দশম সমাবর্তন

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তন গতকাল শনিবার রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যায়ের আচার্যে পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল অধ্যাপক ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

কামাল আবদুল নাসের বলেন, সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

মুক্তচিন্তার স্বাধীন দৈনিক
খবরের কাগজ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রকাশ: ০৪ মে ২০২৪, ০৬:২৩ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্ট্রির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, দশম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।
https://www.khaborerkagoj.com/corporate-corner/812594

দৈনিক সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

তানভীর সানি

প্রকাশিত: ৪-৫-২০২৪ বিকাল ৫:৩৯

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক -এর ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে । অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://www.dailysokalersomoy.com/news/94820

প্র তি দি নে র
বাংলাদেশ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

প্রবা প্রতিবেদন, প্রকাশ : ০৪ মে ২০২৪ ২১:৪০ পিএম

সমাবর্তনে আমন্ত্রিত অতিথীদের কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন এক শিক্ষার্থী। প্রবা ফটো

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক -এর ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বা¦গত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://shorturl.at/cdGH6

নয়া দিগন্ত

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

০৫ মে ২০২৪, ০০:০৫

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো: তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো: তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা, যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে। উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে ¯œাতক ও ¯œাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেয়া হয়। যার মধ্যে ¯œাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং ¯œাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে এ সাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ভিসি অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্¡াগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

https://shorturl.at/ryACV

দৈনিক
আমাদের বার্তা

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সমাবর্তন

আমাদের বার্তা ডেস্ক, প্রকাশিত: ১৯:০৭, ৪ মে ২০২৪

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, আজকের দিনটি একইসঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারাজীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বা¡গত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেয়া হয়।

https://www.amaderbarta.net/education/news/20388

The Daily Star

UAP holds 10th convocation

City Desk, Sun May 5, 2024 12:00 AM

The 10th convocation of the University of Asia Pacific (UAP) was held at the Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Center yesterday.

Prime Minister's Adviser Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury conferred degrees on the new graduates on behalf of the president and chancellor of UAP, said a press release

Dr M Taher A Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell professor, University of Illinois Urbana-Champaign, was present as the convocation speaker.

A total of 5,977 have been awarded degrees this time; of them, 4,216 were graduates and 1,761 postgraduates.

Nine were awarded with the Chancellor's Gold Medals and 55 others with the Vice-Chancellor's Gold Medals.

Prof Muhammad Alamgir, chairman (additional duty), University Grants Commission, was present as the special guest.

UAP Chairperson Mahbuba Haque and Vice-Chancellor Prof Qumrul Ahsan spoke among others. Besides, pro-VC Prof Md Sultan Mahmud and Prof AKM Nazrul Islam were also present.

https://www.thedailystar.net/campus/news/uap-holds-10th-convocation-3602046

The Daily Star

UAP holds 10th convocation

CITY DESK

The 10th convocation of the University of Asia Pacific (UAP) was held at the Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Center yesterday.

Prime Minister's Adviser Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury conferred degrees on the new graduates on behalf of the president and chancellor of UAP, said a press release.

Dr M Taher A Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell professor, University of Illinois Urbana-Champaign, was present as the convocation speaker.

A total of 5,977 have been awarded degrees this time; of them, 4,216 were graduates and 1,761 postgraduates.

Nine were awarded with the Chancellor's Gold Medals and 55 others with the Vice-Chancellor's Gold Medals.

Prof Muhammad Alamgir, chairman (additional duty), University Grants Commission, was present as the special guest.

UAP Chairperson Mahbuba Haque and Vice-Chancellor Prof Qumrul Ahsan spoke among others. Besides, pro-VC Prof Md Sultan Mahmud and Prof AKM Nazrul Islam were also present.

05/05/2024 | Main Edition | Page : 04
Source : https://epaper.thedailystar.net/

The Financial Express

Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury, adviser to the Prime Minister, confers a degree to a graduate on behalf

May 05, 2024 00:00:00

Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury, adviser to the Prime Minister, confers a degree to a graduate on behalf of UAP chancellor at the 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) in city's Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre on Saturday.

Dr Md Taher Abu Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell Professor, University of Illinois Urbana-Champaign, Prof Dr Muhammad Alamgir, Chairman (additional duty), University Grants Commission of Bangladesh, chairperson of the Board of Trustees (BoT), Architect Mahbuba Haque and Vice-Chancellor Professor Dr Qumrul Ahsan, among others, attend the programme.

https://shorturl.at/lwLM7

THE BUSINESS STANDARD
tbsnews.net
BENEATH THE SURFACE

University of Asia Pacific holds 10th Convocation

05 May, 2024, 11:00 am

Last modified: 05 May, 2024, 11:15 am

Dr. Md. Taher Abu Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell Professor, University of Illinois Urbana-Champaign was present as the Conference Speaker

Photo: Courtesy

The 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) was held on 04 May 2024 at the Bangabandhu Bangladesh–China Friendship Exhibition Center (BBCFEC), read a press release.

Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury, Adviser to the Prime Minister, conferred the degrees on the new graduates on behalf of the Hon'ble Chancellor of UAP, President of the People's Republic of Bangladesh.

Dr. Md. Taher Abu Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell Professor, University of Illinois Urbana-Champaign was present as the Conference Speaker.

A total of 5977 graduates and postgraduates have been awarded degrees this time, of which 4216 were graduates and 1761 were postgraduates.

Prof. Dr. Muhammad Alamgir, Chairman (Additional Duty), University Grants Commission of Bangladesh, was present as the special guest.

Among others, the chairperson of the Board of Trustees (BoT), Architect Mahbuba Haque, and Vice-Chancellor Professor Dr. Qumrul Ahsan congratulated the students in their speeches.

The Pro Vice-Chancellor of the university, Professor Dr. Md. Sultan Mahmud, delivered the welcome speech, and Brigadier General (Retd.) Prof. Dr. A K M Nazrul Islam was the Marshal of the convocation.

Among the awardee students, nine were awarded the Chancellor's Gold Medals, and 55 others were awarded the Vice-Chancellor's Gold Medals.

https://www.tbsnews.net/economy/corporates/university-asia-pacific-holds-10th-convocation-843261

DhakaTribune

University of Asia Pacific holds its 10th convocation

5,977 graduates and postgraduates awarded degrees

Press Release, Publish: 05 May 2024, 05:47 PM

Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury, adviser to the prime minister speaking at the 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) at the Bangabandhu Bangladesh–China Friendship Exhibition Center (BBCFEC) on Saturday, May 4, 2024. Photo: Courtesy

The 10th convocation of University of Asia Pacific (UAP) was held on Saturday at the Bangabandhu Bangladesh–China Friendship Exhibition Center (BBCFEC).

Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury, adviser to the prime minister, conferred degrees on the new graduates on behalf of the chancellor of UAP, president of Bangladesh.

Dr Md Taher Abu Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell professor, University of Illinois Urbana-Champaign campus, was present as a speaker.

A total of 5,977 graduates and postgraduates were awarded degrees this time, of which 4,216 were graduates and 1,761 were postgraduates.

Prof Dr Muhammad Alamgir, chairman (Additional Duty), University Grants Commission of Bangladesh, was present as the special guest.

Among others, the chairperson of the Board of Trustees (BoT), Architect Mahbuba Haque, and Vice-Chancellor Professor Dr Qumrul Ahsan congratulated the students in their speeches.

Pro Vice-Chancellor Professor Dr Md Sultan Mahmud delivered the welcome speech, and Brigadier General (Retd) Prof Dr AKM Nazrul Islam was the marshal of the convocation. Among the awardee students, nine were awarded the Chancellor's Gold Medal and 55 others were awarded the Vice-Chancellor's Gold Medal.

https://www.dhakatribune.com/345698

দৈনিক শিক্ষা ডটকম
dainikshiksha.com

UAP Holds Convocation

Dainikshiksha Desk | 04 May, 2024

Dainikshiksha Desk: The 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) was held at the Bangabandhu Bangladesh–China Friendship Exhibition Center (BBCFEC) on Saturday (4 May).

Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury, Adviser to the Prime Minister, conferred the degrees on the new graduates on behalf of the Chancellor of UAP, President of the People's Republic of Bangladesh, said a press release.

Dr. Md. Taher Abu Saif, Edward William and Jane Marr Gutgsell Professor, University of Illinois Urbana-Champaign was present as the Convocation Speaker.

A total of 5977 graduates and postgraduates have been awarded degrees this time, of which 4216 were graduates and 1761 were postgraduates.

Prof. Dr. Muhammad Alamgir, Chairman (Additional Duty), University Grants Commission of Bangladesh, was present as the special guest.

Among others, the chairperson of the Board of Trustees (BoT), Architect Mahbuba Haque, and Vice-Chancellor Professor Dr. Qumrul Ahsan congratulated the students in their speeches. The Pro Vice-Chancellor of the university, Professor Dr. Md. Sultan Mahmud, delivered the welcome speech, and Brigadier General (Retd.) Prof. Dr. A K M Nazrul Islam was the Marshal of the convocation.

Among the awardee students, nine were awarded the Chancellor's Gold Medals, and 55 others were awarded the Vice-Chancellor's Gold Medals, the press release added.

https://m.dainikshiksha.com/en/uap-holds-convocation/274407/

The New Nation
Independent Daily

The 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) was held at the Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Center in the capital on Saturday.

05 May 2024, 12:00 am

The 10th ConvocThe 10th Convocation of University of Asia Pacific (UAP) was held at the Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Center in the capital on Saturday.

https://shorturl.at/ikuW7

Coverage on Televisions

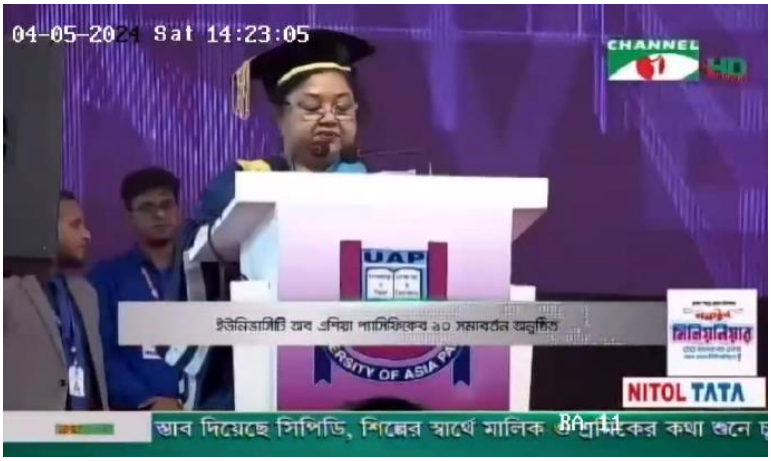

DBC 24/7 NEWS

ekattor.tv

সময়

সময় সংবাদ
4 May at 22:03
Overview
এশিয়া প্যাসিফিকের
#uap #educationa
Most relevant
Entertainme
Best of luck
2 d Like
Baten Ahme
অভিনন্দন
2 d Like
View more com

দেশ
desh.tv

বাংলা BANGLA TV

SA TV

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন

...

THE DAILY CAMPUS

'পড়তে ভালো না লাগলেও আরেকটু পড়তে হবে, তবেই সফলতা'

...

Special Feature by Prothom Alo

সামনের দিনগুলোতে তোমার ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ হয়ে থাকবেন মা-বাবাই

বলা হয়, ন্যাশনাল একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সদস্যপদ প্রকৌশল খাতের সর্বোচ্চ সম্মাননাগুলোর একটি। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সেই সম্মাননাই পেয়েছেন তাহের সাইফ। বুয়েটের এই স্নাতক এখন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইনের অধ্যাপক। ৪ মে ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়টির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। পড়ুন তাঁর লিখিত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

মো. সাইফুল্লাহ

প্রকাশ: ০৫ মে ২০২৪, ১৫: ০০

তাহের সাইফ ছবি: খালেদ সরকার

ইউএপির সাবেক উপাচার্য, প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে দিয়ে শুরু করি। আমরা বলতাম ‘জেআরসি স্যার’। বুয়েটে ছিলেন আমার শিক্ষক, থিসিসের উপদেষ্টা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ মানুষটিই হয়ে উঠেছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরামর্শক। ২০১৮ সালে স্যার একবার অনুরোধ করলেন, আমি যেন ইউএপিতে একটি বক্তৃতা দিই। দিনটা ছিল ১৯ ডিসেম্বর। সেদিন সকালেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় পৌঁছেছি। বক্তৃতা দেওয়ার কথা বিকেলে। জেআরসি স্যারের সামনে কথা বলতে হবে ভেবেই যেন ৩৪ বছর আগের বুয়েটজীবনে ফিরে গেলাম, যেন আবারও একটি মৌখিক পরীক্ষা!

শেষ পর্যন্ত স্যারের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পেরেছিলাম ঠিকই; কিন্তু দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি আর ‘পরীক্ষার’ দুশ্চিন্তা মিলিয়ে আমার তখন জ্বর এসে গিয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় স্যারের সঙ্গে হাত মেলাতেই বললেন, ‘তোমার তো জ্বর আসছে। বাসায় গিয়ে রেস্ট করো।’ তাঁর এই মমতা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। যেন সেই মুহূর্তেই তিনি একজন অভিভাবক হয়ে যত্নের চাদরে আমাকে ঢেকে দিলেন। প্রায়ই ভেবে অবাক হই, কীভাবে এত উচ্চতায় পৌঁছেও তিনি মাটিতে পা রেখে চলতেন; কীভাবে তাঁর জ্ঞান আর নির্দেশনায় আমাদের জীবন আর ক্যারিয়ার গড়ে দিলেন—কীভাবে বাংলাদেশের মানুষ আর বুয়েটিয়ানদের সাফল্য তাঁর জীবনের আনন্দ ও গৌরবের উৎস হয়ে উঠল; কেমন করে এমন অনুপ্রেরণাদায়ী হওয়া যায়; এমন মুক্ত, নির্ভীক মানুষ কীভাবে হয়। আমাদের জন্য, কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও তিনি অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন।

আরেকটা ঘটনা বলি। বছর কয়েক আগের কথা। তখন ঢাকায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। ধানমন্ডি ১ নম্বর রোডে যানজটে আটকে আছি। হইহট্টগোলের মধ্যে একটি মেয়ে আমার নজর কাড়ল। ছয় কি সাত বছর বয়স। ঘুরে ঘুরে ফেসিয়াল টিস্যু বিক্রি করছিল। হাতে এক প্যাকেট মুড়ি। হয়তো ওটাই তার দুপুরের খাবার। মেয়েটিকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চোখজোড়ায় মায়া। দেখে এত খারাপ লাগল! ওর কাছ থেকে এক প্যাকেট টিস্যু কিনলাম। কথা বলে জানলাম, যা রোজগার হয়, তা দিয়ে ও পরিবারকে সাহায্য করে। কৌতূহল নিয়েই জানতে চাইলাম, স্কুলে পড়ো? প্রশ্ন শুনেই আকস্মিক ওর চোখমুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। বলল, সে প্রতি শুক্রবার সকালে দুই ঘণ্টার জন্য স্কুলে যায়। এই দুটি ঘণ্টা ওর কাছে অমূল্য, হয়তো এটুকুই ওর সুখ। তখন থেকেই মেয়েটির কথা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে আমার ছাত্রদের কাছেও মেয়েটির কথা বলেছি। যদি জানতাম, সে এখন কোথায়! সে কি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবে; তার কি কখনো চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হওয়ার কথা ভাবার সাহস হবে; এখানে উপস্থিত আমাদের অনেকেরই যেমন স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, ওরও কি হবে?

আমি, তুমি, আমরা সৌভাগ্যবানদের দলে। তোমরা তোমাদের জীবনের একটি বড় মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। যে মাইলফলক পৃথিবীর অনেকের কাছেই একটি দূরবর্তী স্বপ্নের মতো। ভেবো না কেবল অদম্য স্পৃহা আর মেধার জোরেই এখানে পৌঁছেছ। এটি আদতে তোমার মা-বাবার অকুণ্ঠ সমর্থনের ফল। ভবিষ্যতের পথে, ক্যারিয়ারের যাত্রায় একটা কথা সব সময় মনে রেখো, সামনের দিনগুলোতে তোমার ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ হয়ে থাকবেন মা-বাবাই। তাঁরাই তোমাকে নিয়ে ভাববেন। তাই তাঁদের খোঁজখবর রেখো। মনে রেখো, মা-বাবা তোমার কাছে নিজেদের জন্য কিছুই চান না। যা কিছু চান, তা তোমার ভালোর জন্য।

একদিকে মা-বাবা তোমাদের লালনপালন করেন। অন্যদিকে জ্ঞান আর দক্ষতায় তোমাকে পরিপূর্ণ করেন মেন্টর আর শিক্ষকেরা। মাঝেমধ্যে মনে হয়, প্রাথমিক স্কুলের যে শিক্ষক আমাকে প্রথম দুটি বর্ণ জুড়ে একটি শব্দ তৈরি করা শিখিয়েছিলেন, যদি তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারতাম! সামনের দীর্ঘ পথের প্রথম পাথরটা তো তিনিই বসিয়েছিলেন। ক্লাসরুমের বাইরের পৃথিবীতে পা রাখার জন্য এই মেন্টররাই আমাদের প্রস্তুত করেন। তুমি হয়তো নানা ক্ষেত্র থেকে মৌলিক ধারণা ও নীতির দীক্ষা পেয়েছ। দলের সঙ্গে কাজ করা, সমস্যা সমাধান করা, অধ্যবসায়ের গুরুত্ব শিখেছ। বৈশ্বিক কর্মবাজারে প্রবেশের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছ। প্রবল মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাংলাদেশ ও সমগ্র পৃথিবীর আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা তোমার আছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তুমি আরও জ্ঞান অর্জন করবে। কিন্তু যা-ই কোরো না কেন, সেটির মধ্যেই নিজের মনপ্রাণ ঢেলে দাও, নিজের সেরাটা দাও। যে চাকরিতেই ঢোকো না কেন, চাকরিদাতাকে যেন বলতে না হয় কেন তারা তোমাকে নিয়েছে। বরং তুমিই দেখিয়ে দাও, কেন তোমাকে নেওয়া হয়েছে। ইতিবাচক থাকো। শ্রদ্ধাশীল থাকো। সুবিবেচক হও। সেরা হও। তোমার ও তোমার আশপাশের মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করো, যেমনটা জেআরসি স্যার করেছেন।
(সংক্ষেপিত) ইংরেজি থেকে অনুদিত

https://www.prothomalo.com/lifestyle/h8ft742bhx

Sunday, May 05, 2024 ▾ | ঢাকা সংস্করণ ▾
প্রথম আলো ই-সংস্করণ
Subscribe Now
zeenat

প্রথমা prothoma.com
বিশেষ প্যাকেজ অফার
২৫% ছাড়
ফ্রি ডেলিভারি
সৈয়দ আবুল মকসুদ আকবর আলি খান
মতিউর রহমান হরিশংকর জলদাস আব্দুল কাইয়ুম
আনিসুজ্জামান সৈয়দ শামসুল হক মিজানুর রহমান খান
সুমন্ত আসলাম মহিউদ্দিন আহমদ আনিসুল হক আসিফ নজরুল
আনু মুহাম্মদ আবুল বাসার জাভেদ হুসেন মুনির হাসান শাহাদুজ্জামান
মশিউল আলম
অর্ডার করতে ক্লিক করুন

অনুপ্রেরণা

মা-বাবা তোমার কাছে নিজেদের জন্য কিছুই চান না

বলা হয়, ন্যাশনাল একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সদস্যপদ প্রকৌশল খাতের সর্বোচ্চ সম্মাননাগুলোর একটি। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সেই সম্মাননাই পেয়েছেন অধ্যাপক **তাহের সাইফ**। বুয়েটের এই স্নাতক এখন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইনের অধ্যাপক। ৪ মে ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) সমাবর্তনে বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। পড়ুন তাঁর লিখিত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

তাহের সাইফ। ছবি: খালেদ সরকার

[illegible]

অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

Special Feature by The Daily Campus

জন্ম-বেড়ে ওঠা একত্রে, একসঙ্গে সমাবর্তনে গোল্ড মেডেলিস্ট যমজ বোনের গল্প

আফিয়া আলম এবং লামিয়া আলম © টিডিসি ফটো

আফিয়া আলম এবং লামিয়া আলম। দুজনেই যমজ বোন। তবে আফিয়া আলম এক মিনিট আগে এবং লামিয়া আলম এক মিনিট পরে জন্মগ্রহণ করেন। একসঙ্গে যেমন পৃথিবীতে এসেছেন, তাদের বেড়ে উঠাও একসঙ্গে। আর অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের সফলতায় দুজনের অর্জনও অসাধারণ। সর্বশেষ ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তনে আচার্য (রাষ্ট্রপতি) স্বর্ণপদক (গোল্ড মেডেলিস্ট) পেয়েছেন অদম্য এই মেধাবী যমজ বোন।

আফিয়া ও লামিয়ার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলায় হলেও জন্ম এবং বেড়ে ওঠা রাজধানী ঢাকাতে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অদম্য মেধাবী এই দুই বোন ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) ভর্তি হন। বড় বোন আফিয়া আলম বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ছোট বোন লামিয়া আলম ফার্মেসি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

> **“আফিয়া আলম এবং লামিয়া আলম যমজ বোন হলেও দু’জন দুটি বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন। নিজেদের প্রচেষ্টা এবং সচেতনতায় আজ তারা সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে আফিয়া আলম সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে রেকর্ড করেছে। ইউএপি তাদের এই অর্জনে গর্বিত -অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান, উপাচার্য, ইউএপি**

উচ্চশিক্ষায় শুধু ভালো ফলাফল নয়, ভিন্ন দুটি বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করলেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্বরূপ অনন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক গলায় জড়িয়েছেন একসাথে সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে। ব্যতিক্রম এই অর্জনের পেছনে রয়েছে তাদের ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাসের মুখোমুখি হন দুই বোন। জানান, একে অপরের বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক, পড়াশোনায় অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার গল্প।

ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠান

সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আফিয়া আলম জানান, আমি অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করতাম। যেটি আমাকে অন্যদের থেকে ভালো ফলাফল করতে সহায়তা করেছে। এই অর্জন আমি আমার পরিবারকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

“উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন ও ফিরে এসে শিক্ষকতায় নিজেকে যুক্ত করতে চাই। কারণ এটি একটি নোবেল প্রফেশন এই কারণে যে, এখানে আমি যা অর্জন করেছি সেটি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারব। আরেকটি দিক হলো এই পেশায় চিন্তা, গবেষণা ও নিজেকে সময় দেয়ার চমৎকার সুযোগ থাকে -আফিয়া আলম

লামিয়া আলম তাঁর পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরে আমার এই অর্জন জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়ার মতো। মা এবং পরিবারের অন্যদের সাথে বিশেষত আমার ফুফুকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহায়তা করেছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, আমরা দুজন বোন হওয়ায় ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন হতে পেরেছি। একজন আরেকজনকে সব সময় অনুপ্রাণিত করতে পারতাম। কিংবা যখন দেখতাম আমার বোন পড়তে বসেছে, তখন আমিও পড়তে বসতাম। আমরা সব সময় পড়াশোনার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলাম। সব সময় ভাবতাম এখন একটু ১০ মিনিট বেশি পড়ার চেষ্টা করি। পরীক্ষার পরে আমরা ১০ মিনিট উপভোগ করতে পারব। কারণ আমরা সব সময়ই একসাথে ছুটি পেতাম। যদি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতো তাহলে সেই সুবিধা পেতাম না।

পড়াশোনায় নিজেদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আফিয়া আলম জানান, যমজ হলেও আমাদের দুই জনের পড়াশোনার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা।আমি সকালের দিকে পড়তে পছন্দ করতাম আর বোন রাত জেগে পড়তে পছন্দ করত।

শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য স্বর্ণপদক এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের মোট ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে সনদ তুলে দেয়া হয়েছে।

ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে তিনি জানান, অনেকে মনে করেন, সারাদিন পড়াশোনা করলে হয়ত রেজাল্ট ভালো করা যায়, তবে আমি মনে করি সারাদিন বসে থাকার চেয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে পারা অনেক বেশি কার্যকরী। পাশাপাশি আপনি যদি আপনার ইন্সট্রাক্টরের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শুনেন, তাহলে অর্ধেক পড়াশোনা হয়ে যায়। সুতরাং কঠোর পরিশ্রমের সাথে আপনাকে আন্তরিক হতে হবে। ভালো ফলাফল করতে হলে সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

ইউএপির দশম সমাবর্তনের সভাপতি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সাফল্য অর্জনের পেছনে প্রতিবন্ধকতা কি ছিল জানতে চাইলে লামিয়া আলম জানান, সত্যি বলতে পড়তে কারও ভালো লাগে না, আমাদেরও না। তবে যখন পড়তে ভালো না লাগলেও যখন আরেকটু পড়তে পারা যায়, তখনই সফলতা আপনার জন্য সহজ হয়ে যায়। নিজের সাথে এই চ্যালেঞ্জ নেয়া এবং পরিশ্রম করতে পারা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আরেকটি দিক হলো আমরা জমজ হওয়ায় চমৎকার একটি সুবিধা নিতে পেরেছি, অর্থাৎ যখন পড়তাম আমরা একে অপরের সাথে রুটিন শেয়ার করতাম এবং নিয়মিত আপডেট দিতাম যে আজকে এতগুলো চ্যাপ্টার শেষ করবো। তখন আমার বোনও তার পড়া এগিয়ে রাখত।

“আমরা দুজন বোন হওয়ায় ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন হতে পেরেছি। একজন আরেকজনকে সব সময় অনুপ্রাণিত করতে পারতাম। কিংবা যখন দেখতাম আমার বোন পড়তে বসেছে, তখন আমিও পড়তে বসতাম। আমরা সব সময় পড়াশোনার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলাম। সব সময় ভাবতাম এখন একটু ১০ মিনিট বেশি পড়ার চেষ্টা করি -লামিয়া আলম

পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে আফিয়া আলম জানান, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন এবং ফিরে এসে শিক্ষকতায় নিজেকে যুক্ত করতে চাই। কারণ এটি একটি নোবেল প্রফেশন এই কারণে যে, এখানে আমি যা অর্জন করেছি সেটি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারব। আরেকটি দিক হলো এই পেশায় চিন্তা, গবেষণা এবং নিজেকে সময় দেয়ার চমৎকার সুযোগ থাকে। আগামী দশ বছর পরে কোন একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ত এশিয়া প্যাসিফিকে নিজেকে একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে দেখতে চাই।

তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে লামিয়া আলম জানান, আমার পরামর্শ থাকবে, অপরিকল্পিতভাবে সারাদিন পড়াশোনার পেছনে ব্যয় না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বড় বোন আফিয়া আলম জানান, আমি মনে করি, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফ্যাকাল্টির লেকচার মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা। কারণ তারা অনেক সময় বাস্তবিক জীবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ শেয়ার করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটি এবং কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে নিজেদের সংযুক্ত রাখতে হবে। কারণ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেকে প্রমাণ করতে হলে দক্ষতার কোন বিকল্প নেই।

দুই বোনের অনন্য এই সফলতায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান জানান, ইউএপি কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পেরেছে। এই চমৎকার ফলাফল তার বহিঃপ্রকাশ। আফিয়া আলম এবং লামিয়া আলম যমজ বোন হলেও দু'জন দুটি বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন। নিজেদের প্রচেষ্টা এবং সচেতনতায় আজ তারা সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

"তাদের মধ্যে আফিয়া আলম সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে রেকর্ড করেছে। ইউএপি তাদের এই অর্জনে গর্বিত। তার মেধাবীদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। পাশাপাশি নতুনদের উদ্দেশ্যে আমি বলব তোমরা কি শিখেছ সেটা বড় কথা নয়, বরং তোমরা কি করতে পার সেটি জাতিকে দেখিয়ে দাও।"

প্রসঙ্গত, শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য স্বর্ণপদক এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের মোট ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে সনদ তুলে দেয়া হয়েছে।

https://thedailycampus.com/private-university/141592/

Coverage on Online News Portals

THE DAILY CAMPUS

ইউএপির ১০ম সমাবর্তনে স্বর্ণপদক পাচ্ছেন যারা

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক © ফাইল ফটো

উচ্চশিক্ষায় অনন্য মেধার স্বীকৃতি আচার্য স্বর্ণপদক এবং উপাচার্য স্বর্ণপদক পাচ্ছেন দেশের স্বনামধন্য বেসরকারি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ৬৪ শিক্ষার্থী। আগামীকাল শনিবার (০৪ মে) বিশ্ববিদ্যালয়টির ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হবে। সমাবর্তনে এসব শিক্ষার্থীদের আচার্য স্বর্ণপদক এবং উপাচার্য স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির ১০ম সমাবর্তনে মোট ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য স্বর্ণপদক এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এছাড়া এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের মোট ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে সনদ তুলে দেয়া হবে।

আচার্য স্বর্ণপদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়টির ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আদিব আসহাব অঙ্কন, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রেজিনা কাশেম এবং মাববুব এলাহি, ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী তামান্না সরকার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রমজান আলি, ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী লামিয়া আলম, বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থী আফিয়া আলম ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী গাজী সাজিদ হোসাইন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সমাবর্তনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৬ জন শিক্ষার্থী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং ১ হাজার ৭৬১ জন শিক্ষার্থী পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন।

আচার্য স্বর্ণপদক পাওয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রমজান আলী বলেন, স্বর্ণপদক প্রাপ্তির বিষয়টি এক অসাধারণ অনুভূতি। সৃষ্টিকর্তার নিকট শুকরিয়া, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩.৯৯ সিজিপিএ নিয়ে আমি আমার ব্যাচেলর শেষ করেছি। এমন ফলাফল আমার ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ (যৌথভাবে)।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করা ছিল আমার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে আমার শিক্ষকবৃন্দ, মা-বাবা এবং আমার অর্ধাঙ্গিনীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আমার এই অর্জনকে আমি প্রয়াত বন্ধু শিখন শাহীকে উৎসর্গ করতে চাই।

১০ম সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের পদক দেয়ার বিষয়টি আমাদের জন্য গর্বের। এই সমাবর্তনে আমাদের ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য স্বর্ণপদক এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এবারের সমাবর্তন অনেক দিন পরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কিছু বেশি।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের পেছনে অন্যতম কারিগর হিসেব কাজ করেন শিক্ষকরা। সে জায়গা থেকে এখানে আমরা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। একইরকম আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংগঠিত। ভালো ফলাফল করার জন্য উন্নত শিখন পদ্ধতির ব্যবহার, আউটকাম বেজড্ এডুকেশন নিশ্চিত এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি কমিয়ে আনতে নানারকম পদক্ষেপ নিচ্ছি।

https://thedailycampus.com/private-university/141464

ইউএপির ১০ম সমাবর্তন কাল, সনদ পাচ্ছেন ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থী

টিডিসি রিপোর্ট

প্রকাশ: ০৩ মে ২০২৪, ০৮:২১ PM , আপডেট: ০৩ মে ২০২৪, ০৯:১৩ PM

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ১০ম সমাবর্তন © ফাইল ফটো

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ১০ম সমাবর্তন আগামী শনিবার (০৪ মে) অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকালে রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।

এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল অধ্যাপক ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

১০ম সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির মোট ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হবে।

এর আগে, ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ৯ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবর্তনে মোট এক হাজার ১৫১ স্নাতক ডিগ্রিধারীকে সনদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুজনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং আটজনকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়েছে।

https://thedailycampus.com/private-university/141461/

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্ম গড়তে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে ইউএপি: ড. কামাল আবদুল নাসের

টিডিসি রিপোর্ট

প্রকাশ: ০৪ মে ২০২৪, ০৬:২৬ PM , আপডেট: ০৪ মে ২০২৪, ০৭:৩৫ PM

বক্তব্য রাখছেন ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী © টিডিসি ফটো

নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, বহমান জীবন অভিজ্ঞতায় অনন্য ও স্মরণীয় এক দিন আজ। তরুণ প্রজন্মের অর্জন ও গৌরবের এই উন্মুখর শুভক্ষণে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) দশম সমাবর্তনে আচার্যের পক্ষে সভাপতিত্বকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ একটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্মরণ করে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, ভাষাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে তিনি অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষা ছাড়া জাতির ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের। শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল তাঁর। স্বাধীনতার পর তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠেছিল দেশ। তখন পর্বতসম সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁকে, তবু শিক্ষাকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার্থীদের বইসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, কুদরত-ই-খুদা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপসমূহ শিক্ষার মানোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর এই শিক্ষা ভাবনার মূলকেন্দ্রে ছিল জনগণ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন:

"সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার ৮০ ভাগ অক্ষরজ্ঞানহীন।... নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না যায়।"

তিনি বলেন, বিনিয়োগকে আমরা সাধারণত আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই বিনিয়োগের ধারণাকে আরো বিস্তৃত পরিসরে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি সে জন্য পরবর্তীসময়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্র নির্মাণকালে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন।

শিক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের বিষয় উল্লেখ করে ড. কামাল আবদুল নাসের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সরকার পরিচালনাকালে শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত। বর্তমানে সারা দেশে ৫৩টি সরকারি ও ১১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইউজিসির তথ্য অনুসারে অধিভুক্ত কলেজ-মাদ্রাসাসহ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ জন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার ধারণা ও পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে, প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের জীবন-কর্ম, চাহিদা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা। বর্তমানে পৃথিবী চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের যুগ অতিক্রম করছে। পূর্বতন যেকোনো বিপ্লবের তুলনায় চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের গতি দ্রুততম ও এর বিস্তৃতি ব্যাপক। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সময়ের সঙ্গে অভিযোজন জরুরি। সরকার এ বিষয়টি সামনে রেখে শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

“নতুন গ্র্যাজুয়েটদেরও মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো অর্জনই উদ্‌যাপনের কিন্তু অর্জনকে ধরে রাখতে হয়। জীবন এক অন্তহীন লড়াই-এখানে পরিতৃপ্তির স্থান খুবই সীমিত। প্রতিমুহূর্তে নিজের সম্ভাবনা ও সক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান ও সক্ষমতা অর্জিত হয় তাকে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে কর্মজীবনে দক্ষভাবে প্রয়োগ করাই সাফল্য। আমি আশা করি, নবীন স্নাতকরা এই সাফল্য অর্জন করে দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।”

ড. কামাল আবদুল নাসের বলেন, ২০০৮ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় ঘোষণা করে তখন অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। কারণ তখন ইশতেহারে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দিন বদলের কথা বলেছিল। পরিবর্তনকে মানুষ সাধারণত ভয় পায়। কিন্তু সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনকে ভয় পেলে চলবেনা। বরং সে জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। এবারের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ- যার মাধ্যমে শতভাগ শিক্ষিত নাগরিকেরা নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের ও সমাজের সকলের জীবন ও জীবিকার মান বদলে দেবে। চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি সক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে আমরা সেই সক্ষমতা অর্জন করতে পারি।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে সর্বমোট ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। এরমধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তরে ১ হাজার ৭৬১ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

https://thedailycampus.com/private-university/141520/

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তনে সনদ পেলেন ৫৯৭৭ শিক্ষার্থী

টিডিসি রিপোর্ট

প্রকাশ: ০৪ মে ২০২৪, ০৩:৪২ PM , আপডেট: ০৪ মে ২০২৪, ০৬:৩৯ PM

সমাবর্তনে সদন নিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী © টিডিসি ফটো

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। আর ৫ হাজার ৯৭৭ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় সনদ।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্যের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

ড. মো. তাহের আবু সাইফ

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আপনাদের এখনই বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যেটি হবে উচ্চাকাঙ্খী। যেখানে ন্যায় এবং সততা থাকবে। মানুষ মানুষকে অত্যাচার করবে না। যেখানে শিশুরা আমাদের মতোই স্বপ্ন দেখবে। যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

তিনি আরও বলেন, আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। যারা ডিগ্রি সম্পন্ন করে আজকে সনদ পাচ্ছেন, আপনাদরে জন্য শুভকামনা থাকবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে সর্বমোট ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। এরমধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তরে ১ হাজার ৭৬১ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

https://thedailycampus.com/private-university/141513

আমাদের সময়.কম
AMADERSHOMOY.COM

শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা

আপডেট : ০৪ মে, ২০২৪, ০৭:২১ বিকাল
প্রতিবেদক : নিউজ ডেস্ক

আমিনুল ইসলাম: [২] প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

[৩] চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

[৪] ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

[৫] শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

[৬] সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

[৭] অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

[৮] এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বা¦গত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

[৯] এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। ১০ম এ সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।সম্পাদনা: সমর চক্রবর্তী

https://shorturl.at/jwHK1

DHAKA POST

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক

৫ মে ২০২৪, ১১:৪৮

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একইসাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার পুরোটা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://www.dhakapost.com/campus/276750

bdnews24.com

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে দশম সমাবর্তন

সমাবর্তনে ৯ শিক্ষার্থীকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জনকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

Published : 05 May 2024, 04:42 PM

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এ আয়োজন হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়টি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল অধ্যাপক মো. তাহের আবু সাইফ। সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

উপদেষ্টা বলেন, "শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

"সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।"

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতকে ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তরে ১ হাজার ৭৬১ জন।

সমাবর্তনে নয়জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মুহাম্মদ আলমগীর অনুষ্ঠানে বলেন, "শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে একসঙ্গে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।"

অন্যদের মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক, উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. সুলতান মাহমুদ এবং রেজিস্ট্রার এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

https://bangla.bdnews24.com/campus/231359ef184c#bypass-sw

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক -এর ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ। এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম। সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://shorturl.at/kpIL3

CHANNEL 24
সব সময়। সব দিকের। সব খবর

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ মে) সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এ সময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইনের অ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরও বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ বলেন, আজকের দিনটি একইসঙ্গে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ দেয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

প্রসঙ্গত, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://shorturl.at/iptOP

news24.com
Govt. Reg. No: 76

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

নিউজ জি প্রতিবেদক ৪ মে , ২০২৪, ১৮:৪৫:১২

ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক -এর ১০ম সমাবর্তন শনিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর আচার্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এসময় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-স্যাম্পেইন এর এডওয়ার্ড উইলিয়াম এবং জেন মার গুটসেল প্রফেসর, ড. মো. তাহের আবু সাইফ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা এখন আর মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দ্বারও এখন দেশব্যাপী উন্মুক্ত।

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. কামাল আরো বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিপ্রক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের শিক্ষাক্রমে যুগপৎ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা ড. মো. তাহের আবু সাইফ তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি একই সাথে আনন্দের ও জীবনের প্রতিফলনের দিন। আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা। যার সারা জীবনই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ড. সাইফ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখনই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখা উচিত, যা মানবকল্যাণে কাজ আসবে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রীর সনদ দেওয়া হয়। যার মধ্যে স্নাতক ৪ হাজার ২১৬ জন এবং স্নাতকোত্তর ১ হাজার ৭৬১ জন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে এসাথে চলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সুলতান মাহমুদ এবং মার্শালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ১০ম সমাবর্তনে ৯ জনকে আচার্য গোল্ড মেডেল এবং ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে উপাচার্য গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

https://www.newsg24.com/education-news/10166/